জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৯/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* জাতিসংঘ আরও দেশে A (H1N1) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে
* সাবেক যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় বাসিন্দারা ফিরে আসায় জাতিসংঘ সেখানে জরুরি দল পাঠিয়েছে
* দরিদ্র দেশগুলো অস্থায়ী ঋণ মওকুফের ওপর জাতিসংঘ কর্মকর্তার গুরুত্বারোপ
* রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিরোধে জোড়ালো পদক্ষেপ প্রয়োজন- জাতিসংঘ মহাসচিব

জাতিসংঘ আরও দেশে A (H1N1) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে

১ মে- জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা- সম্প্রতি উদ্ভূত A (H1N1) ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কে বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার মুল কেন্দ্র -আজ নিশ্চিত করেছে যে প্রায় ১২ টি দেশে ৩০০ ও বেশি লোক এই নতুন জ্বরের সংস্পর্শে এসেছে।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যারা অসুস্থ্য তাদের দেরিতে আন্তর্জাতিক ভ্রমন করতে এবং যাদের রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক ভ্রমন করার পুর্বে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে মনোযোগী হতে সতর্ক করে দিয়েছে। সংস্থা এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে সাময়িক ভ্রমন নিষেধাজ্ঞা এবং সীমান্ত বন্ধকে বিবেচনা করছে।

এই মহামারী সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ সংবাদে বলা হয়, এই ভাইরাসের আন্তর্জাতিক বিস্তার রোধ করা ছাড়াও সংস্থা এখন দ্রুত ভাইরাস সনাক্তকরণের মাধ্যমে এর প্রভাব কমানো এবং রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদান করার ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

আজ গ্রীনিচ মান সময় ১৪.২০ টায় পরীক্ষাগারগুলো নিশ্চিত করেছে যে বিশ্বব্যাপী ৩৩১ জনের দেহে এই ভাইরাস পাওয়া গেছে, গতকাল যে সংখা ছিল ২৩৬। এরমধ্যে মেক্সিকোতে ১৫৬ জনের মৃত্যু, আমেরিকাতে ১০৯ জনের আক্রান্ত এবং ১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পরীক্ষাগারে যেসব দেশে এই ভাইরাসের উদ্ভব নিশ্চিত হলেও কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি তাহলো- অস্ট্রিয়া (১), কানাডা (৩৪), জার্মানী (৩), ইসরাইল (২), নেদারল্যান্ডস্ (১), নিউজিল্যান্ড (৩), স্পেন (১৩), সুইজারল্যান্ড (১) এবং যুক্তরাজ্যে (৮)।

তৃতীয় দিনের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৬ স্কেলের বিপদ সংকেতের ৫ নম্বর বিপদ সংকেত বহাল রেখেছে- যার অর্থ হলো - মানবদেহ থেকে মানবদেহে এই ভাইরাসের বিস্তার নিশ্চিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী অন্তত ২টি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এটি বিস্তার লাভ করেছে।

একথা স্বীকার করা হয়েছে যে মৌসুমী ইনফ্লয়েঞ্জার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেটি নতুন উদ্ভূত A (H1N1) ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঔষধ গবেষণা উদ্যোগের পরিচালক ম্যারি-পল কিনি উলে-খ করেন, সংস্থা যত দ্রুত সম্ভব প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

মিজ কিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটি কার্যকর প্রতিষেধক উদ্ভাবনে সক্ষম হব। তবে জনগণের জন্য প্রথম প্রতিষেধক টিকাটি কারখানা থেকে বের হতে আরো চার থেকে ছয় মাস সময় লাগবে।

শ্রীলংকা: সাবেক যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় বাসিন্দারা ফিরে আসায় জাতিসংঘ সেখানে জরুরি দল পাঠিয়েছে

১ মে - একদিকে শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে যারা আগে বিভিন্ন যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তারা এখন তাদের বসতিতে ফিরে আসা শুরু করেছে। এজন্য জাতিসংঘ শরণাথী সংস্থা শরণার্থীদের চলাচলে সহায়তা করতে তাদের টিমগুলো পাঠাচ্ছে।

জাতিসংঘ শরনাথী বিষয়ক হাইকমিশনারের মতে গতকাল মানার জেলার এক গ্রামে শ্রীলংকা সরকার ও তামিল বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর দীর্ঘদিন পর প্রায়

৪০০ লোক ফিরে এসেছে।

আগামী সপ্তাহের মধ্যে মানার জেলার ১৫ টিরও বেশি গ্রামে প্রায় ৩,০০০ অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত মানুষ ফিরে আসবে। দ্বীপ রাষ্ট্রটির সরকার অনেক বছর যাবৎ দেশের উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দাদের ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।

আজ জেনেভাতে সংস্থার মুখপাত্র উইলিয়াম স্পিনডার বলেন UNHCR এ ফিরে আসাকে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে স্বাগত জানায়। যদিও ফিরে আসা লোকের সংখ্যা এখনও অনেক কম তবে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে এটাই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। তিনি আরো বলেন, আমরা আসা করি উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য এলাকাতেও মানুষের দ্রুত সম্ভব হবে।

ফিরে আসা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষিতে, পরিস্থিতি মুল্যায়ন করতে UNHCR গত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্তশ্রীলংকায় পাঁচজন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে এবং সংস্থা পরীক্ষা করে দেখেছে প্রথম গ্রামটিতে শরণার্থীদের গ্রহন করার আগেই পুতে রাখা মাইনগুলো পরিস্কার করা হয়েছে ।

UNHCR এর দ্বিতীয় পর্যায়ের জরুরী বিশেষজ্ঞ দলটি আজ দেশটিতে পৌঁছাবে। সংস্থা জানায় এ দলটিতে চারজন বিশেষজ্ঞ আছে যারা- কমিউনিটি সেবা, সুরক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে দক্ষ।

গত সপ্তাহগুলোতে UNHCR এর মাঠ পর্যায়ের পর্যক্ষেণ দলটি অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত লোকদের সঙ্গে ফিরে আসার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের বিষয়ে কথা বলেন। তারা বলেছে যে তারা ফিরে আসতে আগ্রহী, তবে তারা তাদের ঘরবাড়ি এবং বাড়ি ফেরার পর কিভাবে জীবন যাপন করবে সে ব্যাপারে চিন্তিত।

UNHCR ট্রানজিট এলাকায় প্রতিটি পরিবারকে একটি করে প্রত্যাবর্তন প্যাকেজ দেবে যাতে থাকবে তারপলিন যা দিয়ে ফিরে আসার পর বসবাসের জন্য তাবুর মত ঘর তৈরি করা যাবে এবং আরও থাকবে জঙ্গল পরিস্কার করার যন্ত্রপাতি।

আগামীতে সংস্থা ফিরে আসা লোকদের মাঝে গৃহসামগ্রী বিতরন করবে, যাতে থাকবে মশারি, মাদুর, জলাধার এবং হারিকেন বাতি। সংস্থা শত শত ঘরও নির্মাণ করে দেবে।

এদিকে UNHCR এবং এর অংশীদার সংস্থাগুলো দেশটির আনুমানিক ১৭১,০০০ অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য যারা কিনা গত ১০ দিনে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে সরকারি কার্যক্রমে সহায়তা করতে একটি ব্যাপক মানবিক অভিযান পরিচালনা করবে।

দেশের উত্তর ও পুবাঞ্চলের চারটি জেলার ৩৮টি স্থানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দরিদ্র দেশগুলো অস্থায়ী ঋণ মওকুফের ওপর জাতিসংঘ কর্মকর্তার গুরুত্বারোপ

৩০ এপ্রিল - জাতিসংঘ বানিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার প্রধান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় দরিদ্র দেশগুলোর অস্থায়ী ঋণ মওকুফের প্রয়োজনীয়তার কথা উলে-খ করে বলেন, এটা তাদের সাময়িক স্বস্তি এবং পুণরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

জাতিসংঘ বানিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের প্রধান সুপাচাই পানিচপাকদি এ সপ্তাহে নিউইয়র্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বলেন ঋণগ্রস্থ দেশগুলোকে ঋণের বাধ্যবাধকতা থেকে কিছুটা অব্যাহতি দিলে এটা তাদের কাজকে কিছুটা সহজতর করবে।

যদি ঋণ দাতার স্বল্প বৈদেশিক বিনিময় আয় ঋণ সেবায় ব্যবহার না করে আমদানীকৃত পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার করা যায় তাহলে বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটাপুর্ণ পরিস্থিতিতে ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা উভয়ই সম্ভবত লাভবান হবেন।

একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে রপ্তানী আয় হ্রাস, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এমন কি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে।

জনাব সুপাচাই বলেন, এ কারণে উন্নত দেশগুলো অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণে বেশি সময় লাগবে।

তিনি উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় যেকোন পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রনয়ণে বা ভবিষতে যেকোন সংকট এড়াতে এ বিষয়গুলো বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

UNCTAD ধারণা করছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ২ ট্রিলিয়ন ডলারের আর্থিক সংকট এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ রপ্তানী হ্রাস ঘটবে। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে, ইতোমধ্যেই উন্নয়ণশীল বিশ্বের কিছু অংশে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে বলে সংস্থা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উলে-খ করে।

রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিরোধে জোড়ালো পদক্ষেপ প্রয়োজন- জাতিসংঘ মহাসচিব

২৯ এপ্রিল - রাসায়নিক যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের স্মরণে দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এই মারনাস্ত্র যাতে সন্ত্রাসীদের হাতে না যেতে পারে সেজন্য আরোও ব্যাপক ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বাণ জানান।

কাকতলিয়ভাবে এই দিনটিতেই রাসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক কনভেনশনটি গৃহীত হবার ২২ বছর পুর্তি হবে - যার কার্যকর করার মাধ্যমে এই মারনাস্ত্র তৈরির উপাদনসমুহ নির্মূল করা হবে। এখন পর্যন্ত ১৮৮ টি দেশ এই কনভেনশনের সদস্য।

জনাব বান তার বাণীতে বলেন, এই কনভেনশনকে কার্যকর করতে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ব্যক্তিখাত সবাইকে অবশ্যই যৌথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

জনাব বান উলে-খ করেন, রাসায়রিক যুদ্ধের হতাহতদের কষ্টের কথা অবশ্যই আমাদের সবার স্মৃতিতে ভাস্বর থাকবে। তিনি আরোও বলেন, এই কনভেনশনকে কার্যকর করার মাধ্যমেই তাদের স্মৃতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো হবে।

তিনি, জাতিসংঘকে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে কর্মরত সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে এবং যেসব দেশ এখনো এই চুক্তি অনুমোদন করেনি শীঘ্রই তাদের তা অনুমোদন করার জন্য আহ্বাণ জানান।

মহাসচিব বলেন, এই স্মরণ দিবসে রাসায়রিক যুদ্ধের হতাহতদের সম্মান প্রদর্শনে আসুন আমরা এমন একটি বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার করি যেখানে রসায়ন বিদ্যা শুধু মাত্র মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

** ** **